উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

প্রকাশনার ১৩ বছর

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১৩
সংখ্যা ২
এপ্রিল-জুন ২০১৪ ইং

ঘাসফুল সাধারন পরিষদ এর বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৫,৪৫,৫৩,৭৭০ টাকার বাজেট অনুমোদিত

"গ্লোবাল হেলথ" ইস্যু নিয়ে কাজ করার প্রস্তাব

ঘাসফুলের বার্ষিক সাধারন সভা (২০১৩ - ২০১৪) সংস্থার নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব প্রফেসর ডঃ গোলাম রহমানের সভাপতিত্বে গত ২১ জুন ২০১৪ রোজ শনিবার নগরীর লা-এরিস্টোকেসী রেষ্টুরেন্টে সম্পন্ন হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সভার কর্মসূচী শুরু হলে সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী চলতি অর্থবছরের সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ বিবরণী তুলে ধরেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থাপিত বিবরণীর উপর দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং চলতি বছরের ঘাসফুল পরিচালিত সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং নতুন শুরু হওয়া প্রকল্পসমুহের অগ্রগতি মূল্যায়নসহ আগামী অর্থবছরের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও করণীয় নির্ধারণ করেন। আলোচনা পর্বে ঘাসফুলের বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিশ্লেষণ এবং >> বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় >>

নারী উদ্যোক্তাদের কল্যাণে ঘাসফুল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সেল এর উদ্যোগ

হ্রাসকৃত মুল্যে সেলাই মেশিন ক্রয়ে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের উপকারভোগীদের মাঠ পর্যায়ের ব্যাপক চাহিদা, আর্থিক সুবিধা সৃষ্টি এবং উৎপাদনমুখী আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক উন্নতি সাধনে ঘাসফুল ও সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড এর সহিত এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ১৩ এপ্রিল ২০১৪ ইং তারিখে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে উক্ত চুক্তিনামা পরস্পর হস্তান্তর করা হয়। সমঝোতা চুক্তিনামা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী ছাড়াও প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব মফিজুর রহমান, মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, অর্থ ও হিসাব বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব মারুফুল করিম চৌধুরী, এমআইএস বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব আবু জাফর সরদার, ঘাসফুল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সেল এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব তাজুল ইসলাম খান এবং অপরপক্ষে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড এর পক্ষে জনাব এমডি ফরহাদ হাবিব (টেরিটরি ম্যানেজার, কর্পোরেট সেলস) এবং জনাব এমডি আরিফুল ইসলাম >> বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় >>

পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুল করিম এর ঘাসফুল পরিদর্শন

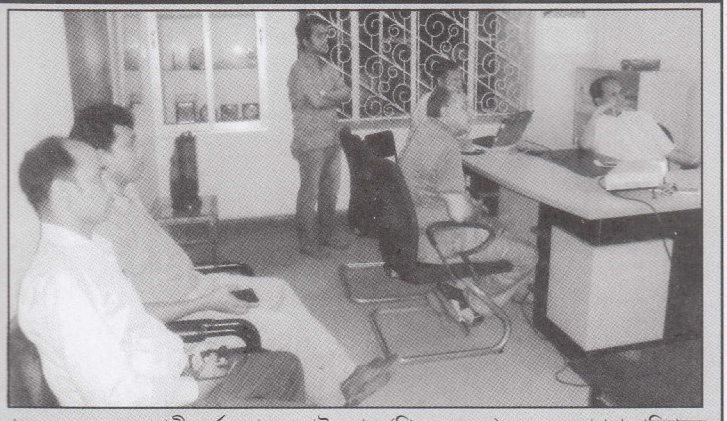

গত ৩০মে ২০১৪ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম ঘাসফুল পরিদর্শনে এসে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক সৌজন্যে সাক্ষাতে মিলিত হন। পরিদর্শনকালে তিনি ঘাসফুলের মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের ডিজিটাইলেজেশন প্রক্রিয়া ম্যাল্টিমিডিয়াতে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংস্থার চলমান কর্মকান্ডের উপর বিস্তারিত আলোচনা ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এসময় সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব মফিজুর রহমান, এমআইএস বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব আবু জাফর সরদার, মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব লুৎফুল কবির চৌধুরী, অর্থ ও হিসাব বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব মারুফুল করিম চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে জনাব মোঃ আবদুল করিম সংস্থার কর্মকান্ডে সন্তোষ প্রকাশ করে ঘাসফুলের মন্তব্য বইতে স্বাক্ষর করেন।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের নিয়ে বিশ্ব শিশুশ্রম নিরসন দিবস উদযাপন

"শিশুশ্রম নিরসনে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ,সমন্বিত উদ্যোগ থাকলে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানো সম্ভব

'সামাজিক নিরাপত্তার প্রসার ঘটান, শিশুশ্রম নিরসন করুন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের মত এবারও গত ১২ জুন ২০১৪ইং চট্টগ্রামে কর্মজীবি শিশুদের নিয়ে কর্মরত ত্রিশটি এনজিও'র সমন্বয়ে গঠিত বিশ্ব শিশুশ্রম নিরসন দিবস উদযাপন পরিষদ, জেলা প্রশাসন চট্টগ্রামসহ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগে ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০১৪ পালিত হয়। চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি স্কুলের সম্মুখ থেকে সকাল ১০টায় দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি >> বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় >>

ঘাসফুল সাধারন পরিষদ এর বার্ষিক সাধারণ সভা

>> ১ম পৃষ্ঠার পর >> আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিয়ে বক্তব্য রাখেন নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ডঃ মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী। নির্বাহী পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারী ও বিশিষ্ট সমাজসেবক লায়ন সমিহা সলিম সংস্থার বার্ষিক বিবরণীর ব্যাখ্যা, বাধা এবং আগামীদিনের সম্ভাব্য কর্ম-সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেন এবং উপস্থিত সকলের সক্রিয় মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আহবান জানান। তিনি ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদে এপর্যন্ত যারা দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার শুরুতেই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন, ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান পৃষ্ঠপোষক মরহুম এম এল রহমান, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাবেক সভাপতি মরহুমা শাহানা আনিস, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি মরহুম প্রফেসর ডঃ মোশাররফ হোসেন, সাধারণ পরিষদ সদস্য মরহুম আব্বাস উদ্দিন চৌধুরী, মরহুম এডভোকেট আল মামুন চৌধুরী ও সাবেক সভাপতি হোসনেয়ারা বেগমকে। তিনি সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি সংস্থার স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, শিক্ষা কার্যক্রম, মাইক্রোফিন্যান্স, ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল, ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্র, সামাজিক বনায়ন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম. এডভোকেসি কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, স্টাবলিস চাইল্ড রাইট্স এন্ড হ্যাজারডাস ফ্রি ওয়ার্কিং এনভার্নমেন্ট থ্রু এডুকেশন এন্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রকল্প, ক্ষুদ্র জীবন বীমা কার্যক্রম, ঘাসফুল ভিশন সেন্টার, নবায়নযোগ্য এনার্জি কর্মসূচী, রেমিটেন্স কার্যক্রম, ঘাসফুল মাইম হেলথ প্রজেক্ট, প্রটেক্টিং হিউম্যান রাইটস (পিএইচআর) প্রোগ্রাম, সমৃদ্ধি (ENRICH) কর্মসূচীর গত এক বছরের সফলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। ঘাসফুল নির্বাহী সদস্য ও বিশিষ্ট সংগঠক জনাব ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ "গ্লোবাল হেলথ" ইস্যু নিয়ে কার্যকর প্রকল্প প্রস্তাবনা ও এবিষয়ে কাজ করার জন্য প্রস্তাব রাখেন। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট নারীনেত্রী শামসুন্নাহার রহমান পরাণ সংস্থার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আগামীদিনে সবধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সভায় চলতি বছরের আর্থিক বিবরণী তুলে ধরা হয় এবং আগামী অর্থ-বছরের ১৫,৪৫,৫৩,৭৭০ টাকার উন্নয়ন বাজেট অনুমোদন, অডিটর নিয়োগ, আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগসহ সংস্থার কর্ম-দিবসের সাপ্তাহিক বন্ধ দুইদিন রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

হাটহাজারীস্থ মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসুচী

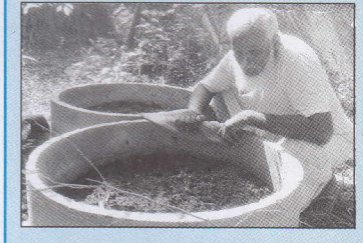

>> শেষ পৃষ্ঠার পর >> বার হাজার পাঁচশত টি কাটিং থেকে চারা উৎপাদন করা হয়। স্থানীয় মানুষদের ঔষধিগাছ বাসক চাষে উদ্বুদ্ধ করতে মেখল ইউনিয়ন পরিষদ সড়কের তিনরাস্তার মোড়, দয়াময়ী সড়কের দু'পাশে, ৩নং ওয়ার্ডের সুইস গেইট এলাকায় রাস্তার পাশে মোট দেড় হাজার টি কাটিং রোপন করা হয়। মোট তিনটি স্পটে কাটিংগুলো দেখাশুনা করার জন্য স্থানীয় পাঁচজন দরিদ্র ব্যাক্তিকে এ কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় মেখল ইউনিয়নে কৃষকদেরকে রাসায়নিক সার ব্যবহারে অনুৎসাহিত করা, রাসায়নিক সার নির্ভরতা ধীরে-ধীরে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গত তিনমাসে পঁচিশজন কৃষককে ভার্মি কম্পোষ্ট অর্থাৎ কেঁচোসার তৈরীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে হাটহাজারী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন। দুইদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে কেঁচোসারের প্রয়োজনীয় উপকরন, উৎপাদন কৌশল, ব্যবহারিক বিষয়ে কৃষকদের প্রস্তুত করা হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় গত তিনমাসে মেখলবাসীর বসতবাড়ির আঙ্গিনায়

সবজিচাষ করার লক্ষ্যে মেখল ইউনিয়নের তিনশ কৃষক পরিবারের মাঝে দশ ধরণের সবজি বীজ বিতরণ করা হয়। খরিপ মৌসুমে রোপন করার এসব সবজি-বীজগুলোর মধ্যে ছিল: লালশাক, কপিশাক, পালংশাক, মূলা, লাউ, মিস্টি কুমড়া, ঢেড়স, বরবটি এবং ধনিয়া। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন থেকে সংগৃহিত এসব সবজিবীজ দিয়ে এলাকার পনের'শ শতাংশ জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হয়েছে। এসকল সবজিবীজ রোপন করে কৃষক পরিবারগুলো খুব ভাল ফল পেয়েছে এবং তারা সবজি বিক্রির পাশাপাশি বীজও সংরক্ষণ করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সমৃদ্ধি কর্মসূচী বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে কাজ করছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ভীতি ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা এবং ঝরেপড়া রোধ করার লক্ষ্য নিয়ে ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মেখল ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ২৪ টি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্র রয়েছে। পাঠদানকেন্দ্রগুলো সপ্তাহে ৬ দিন বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত চলে। কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণী, ১মশ্রেণী এবং ২য়শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশুনা করছে। বর্তমানে বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রের সংখ্যা : ২৪ টি, পাঠদানকেন্দ্রে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা : ৫৭৬ জন এবং এসব পাঠদান কেন্দ্রে ছাত্র ছাত্রীদের গড় উপস্থিতি: ২১জন। বৈকালিক পাঠদানকেন্দ্রের শিক্ষিকাদের আরো দক্ষ ও কার্যকর করে তুলতে গত ২৭ ও ২৮ মে ২০১৪ তারিখে ফজলুল কাদের আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে দুইদিন ব্যাপী "বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত হয়।

বৈকালিক পাঠদানকেন্দ্রের শিশুদের আঁকা ছবি

গত তিন মাসে ১৬ জন স্বাস্থ্যসেবিকা মেখল ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের ৫৮০৭ টি পরিবার পরিদর্শন করে তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এবং পাশাপাশি ২২৩৫ জনের রক্তচাপ পরীক্ষা করেছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবায় সমৃদ্ধি কর্মসূচীর অধীনে গত তিনমাসে মেখলে ডিপ্লোমাধারী স্বাস্থ্য-সহকারীর মাধ্যমে প্রতিদিন ইছাপুর কার্যালয়স্থ 'ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক' এবং এমবিবিএস ডাক্তারদের নিয়ে নয়টি ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে প্রতিসপ্তাহে একবার করে 'স্যাটেলাইট ক্লিনিক' পরিচালনা করে আসছে। এসকল নিয়মিত কার্যক্রম ছাড়াও মেখলবাসীর উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতের লক্ষ্য নিয়ে গত তিনমাসে ১,৩,৫নং ওয়ার্ডে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে তিনটি 'স্বাস্থ্যক্যাম্প' ও চারটি 'চক্ষুক্যাম্প' সম্পন্ন করে। গত এপ্রিল-জুন পর্যন্ত ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকে ৬৯২ জন এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৪১৭ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্যক্যাম্পগুলোতে মেডিসিন, চর্ম রোগ, নারী ও শিশু রোগ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা এ পর্যন্ত ১৯৯০জন রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে।

চট্টগ্রাম লায়ন্স চক্ষু হাসপাতাল এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত চক্ষু-ক্যাম্পগুলোতে এপর্যন্ত ৮৫ জন চোখে ছানীপড়া রোগী চিহ্নিত হয় এবং ইতিমধ্যে ৩৬ জন রোগীর ছানী অপারেশনসহ ৫৫জন ব্যক্তিকে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবার আওতায় পুরো মেখল ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবারকে সেবার আওতায় আনতে পরিবার ভিত্তিক স্বাস্থ্য-কার্ড পদ্ধতি শুরু করা হয়। গত তিনমাসে (এপ্রিল-জুন) এধরণের পরিবারভিত্তিক ৫৭৪ টি স্বাস্থ্যকার্ড ইস্যু করা হয়। মেখল ইউনিয়নকে কৃমিমুক্ত করার লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ৩৬০০০ টি কৃমিনাশক ঔষধ সরবরাহ করে। এপ্রিল-জুন মাসে ১৬ জন সেবিকা ৯টি ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ১৮০০০ কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ করেন।

স্বাস্থ্যক্যাম্প পরিদর্শনে আফতাবুর রহমান জাফরী

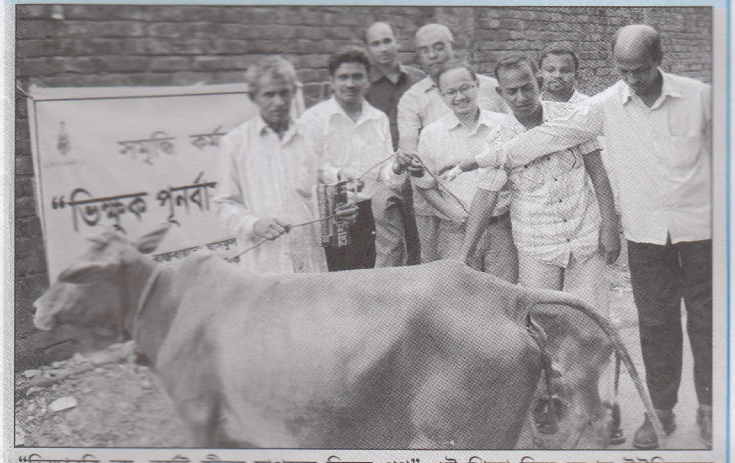

"ভিক্ষাবৃত্তি নয়, কর্মই জীবন-যাপনের বিস্তৃত পথ" এই শিক্ষা নিয়ে মেখল ইউনিয়নকে ভিক্ষুকমুক্ত করার লক্ষ্যে ২৫জন ভিক্ষুককে শনাক্ত করা হয়। এদের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাঁচজনকে পূনর্বাসন করার জন্য তাদের ছবি সম্মলিত জীবনবৃত্তান্ত প্রস্তুত করা হয়। মনোনীত ব্যক্তিবর্গরা হলেন, ৩নং ওয়ার্ডের মো: নাছের, মো: শফি, দিলোয়ারা, রোকেয়া বেগম এবং ২নং ওয়ার্ডের ফুল মিয়া। তারই ধারাবাহিকতায় গত ৩রা জুন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ গিয়াস উদ্দিন, ঘাসফুলের উপ-পরিচালক (এডমিন এন্ড এইচআর) জনাব মফিজুর রহমান এবং মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব লুৎফুল কবীর চৌধুরী এর উপস্থিতিতে দুই দফায় মনোনীত পাঁচজন ভিক্ষুকদের মাঝে সর্বমোট ০৫টি রিকশা, ০১টি রিকশা-ভ্যান, ০২টি গাভী ও ০৬টি ছাগল বিতরণ করা হয়। তন্মধ্যে ভিক্ষুক মোঃ নাছের পেয়েছে একটি দুধেল গাভী ও একটি রিকশা-ভ্যান, মোঃ শফি পেয়েছে বাছুরসহ একটি >> বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় >>

হাটহাজারীস্থ মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসুচী

>> ২য় পৃষ্ঠার পর >> গাভী ও একটি রিকশা, দুঃস্থ নারী দিলোয়ারা পেয়েছে ০২টি রিকশা ও ০২টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল এবং ফুলমিয়া পেয়েছে ০২টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও ০১টি রিকশা। উল্লেখিত পাঁচজন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে বাছুরসহ গাভী, রিক্সা, ভ্যানগাড়ি, ছাগল প্রদান করে আয়মূলক কাজের সাথে জড়িত করার জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আশা করা যায় পরিকল্পনা অনুযায়ী এদের প্রত্যেকে মাসে ছয় হাজার থেকে সাত হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করতে সক্ষম হবে। কর্মসংস্থান সৃস্টিতে সমৃদ্ধি কর্মসূচী শুরু থেকেই পিকেএসএফ এর সহায়তায় মেখল ইউনিয়নের শিক্ষিত যুবকদের দেশের চাকুরীদাতাদের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে কর্ম-সংস্থান এর ব্যবস্থা করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ মার্চ ২০১৪ অনুষ্ঠিত সমৃদ্ধি কর্মসূচীর উন্নয়ন মেলায় হবিগঞ্জ জেলার দি প্যালেস রিসোর্ট থেকে আগত রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ মেলায় চাকুরীপ্রার্থী ২৪জন যুবকের সাক্ষাতকার গ্রহন করে। সাক্ষাতকারে অংশগ্রহনকারীদের মধ্য থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে ইতিমধ্যে ০৫ জনকে চাকুরী প্রদান করা হয়েছে। মেখলে উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি গত ১১ মে ২০১৪ তারিখে পিকেএসএফ এর ২৫ বছর পূর্তি ও মহা সম্মেলনে ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির সাতাশ জন কর্মী অংশগ্রহণ করে।

ঘাসফুল মানবসম্পদ বিভাগ

সংস্থার গত (এপ্রিল-জুন ২০১৪) তিন মাসে বিভিন্ন পদে মোট ৪০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং উক্ত সময়ে ২৮ জন সংস্থা ত্যাগ করে। বর্তমানে সংস্থার মোট কর্মকর্তা-কর্মচারী ৫২০ জন।

প্রশিক্ষণ ঃ পিকেএসএফ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

* পিকেএসএফ আয়োজিত 'পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন' প্রশিক্ষণে গত ১৫-১৭ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে অংশগ্রহণ করে নুর হোসেন ও দেওয়ান ইয়ামিন হোসেন (শাখা ব্যবস্থাপক)।

* গত ২০-২৪ এপ্রিল ২০১৪ পিকেএসএফ আয়োজিত "প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ (TOT)" অংশ গ্রহণ করেন জুনিয়র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রবাল ভৌমিক ও আনোয়ার হোসেন।

* এম এম ইস্পাহানি লিমিটেড এর আয়োজনে "Value chain for development practitioner" প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন শেখ মো: ফজলে রাব্বি, জুনিয়র ম্যানেজার (কৃষি)।

* পিকেএসএফ আয়োজিত "সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা" প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করেন শাখা ব্যবস্থাপক মির্জা জাবেদ জাহাঙ্গীর, কাজী আতাউর রহিম ও আশরাফুল ইসলাম জনি।

* পিকেএসএফ আয়োজিত কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিট-আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহায়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন সৈয়দ লুৎফুল কবীর চৌধুরী (মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারী পরিচালক) ও মেরী চৌধুরী, জুনিয়র ম্যানেজার (প্রাণী সম্পদ), শেখ মো: ফজলে রাব্বি, জুনিয়র ম্যানেজার (কৃষি) ও মো: মহিউদ্দীন চৌধুরী (শাখা ব্যবস্থাপক)।

* ব্রাক আয়োজিত 'স্কুল ম্যানেজমেন্ট কোর্স' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন আনজুমান বানু লিমা, সহকারি পরিচালক (এসডিপি)।

* পিকেএসএফ আয়োজিত "মানসম্পন্ন ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষন" প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন শেখ মো: ফজলে রাব্বি ,জুনিয়র ম্যানেজার (কৃষি)।

* পিকেএসএফ আয়োজিত "সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক এক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন শাখা ব্যবস্থাপক একরামুল হক ও মো:শরিফ আহমেদ।

* পিকেএসএফ আয়োজিত DIISP এর আওতায় "ক্ষুদ্র বীমা কার্যক্রম বাস্তবায়ন" প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন নাজমুল হাসান পাটোয়ারী (জুনিয়র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক) ও রবি রায় মালাকার এবং মো: মনসুর আলী (শাখা ব্যবস্থাপক)।

* 'ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক সুরক্ষা নীতিমালা' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন আবেদা বেগম ও শামসুল হক, সহকারি পরিচালক(মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম)।

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বীমাদাবী পরিশোধ

গত তিন মাসে (এপ্রিল - জুন ২০১৪) ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মোট ৬০ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু পরবর্তীকালীন সময়ে উপকারভোগীদের ঋণ মওকুফ করে দেয়া হয় যা পরবর্তীতে ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। এই সময়ে বীমা প্রদানকারী শাখাগুলোতে মৃত্যু পরবর্তীকালে তাদের বীমা দাবি পরিশোধ করা হয় মোট এগার লক্ষ সাতাত্তর হাজার সাতশত ছত্রিশ টাকা। ঘাসফুল এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাগনের উপস্থিতিতে মৃত ব্যক্তির আইনী নমিনীর হাতে বীমা-দাবীর টাকা হস্তান্তর করা হয়।

কৃষি ও প্রাণীসম্পদসহ প্রান্তিক মানুষের জীবন-মান উন্নয়নে ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগ এর ১৭ বছর

৩০শে জুন ২০১৪ পর্যন্ত

সমিতি সংখ্যা	৪৪০৩	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	৫২৭০৬৬৮৫৬১
সদস্য সংখ্যা	৫৪৫২৮	সর্বমোট ঋণ স্থিতির পরিমান	৬৩০১৬২১৩৯
সঞ্চয় স্থিতি	৩২৬২৫৬১৩৪	বকেয়া	১৯৮৯২৩১২
ঋণ গ্রহীতা	৪৩১৮৪	শাখা সংখ্যা	৩৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরন	৫৯০০৮৩০৭০০		

এক নজরে গত তিন মাসের (এপ্রিল-জুন' ২০১৪) প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের ৪২ বছর

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
ক্লিনিক্যাল সেবা	- ১৫টি স্থায়ী ক্লিনিক ৩০টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মোট ৯১৩ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।
টিকাদান কর্মসূচী	- মোট টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩৮৭জন। এর মধ্যে মহিলা ৮৩ জন এবং শিশু ৩০৪জন।
পরিবার পরিকল্পনা	- সেবা গ্রহীতার মোট সংখ্যা ২৩৩৯ জন। এর মধ্যে মহিলা পিল ৯৬০ জন, কনডম-১০৮৫ জন, ইনজেকশন ২৮৭জন,আই.ইউ.ডি ৪ জন,নরপ্ল্যান্ট ২ জন,লাইগেশন ১ জন ।
নিরাপদ প্রসব	- ঘাসফুলে কর্মরত প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ৮৯ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	- বিভিন্ন কর্ম এলাকায় ২৯টি গার্মেন্টসে ৫২৯৯ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ৮০০ জন পুরুষ এবং ৪৪৯৯ জন মহিলা শ্রমিক।
মাইম হেলথ	- মাইম হেলথ কার্যক্রমের আওতায় ০৮ জনকে হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র জীবনবীমা (মাইম) প্রকল্প

ঘাসফুল পরিচালিত ক্ষুদ্র জীবনবীমা (মাইম) প্রকল্পের অধীনে গত তিন মাসে (এপ্রিল-জুন ২০১৪) পলিসি গ্রহণ করেন ৫৭৭ জন। প্রিমিয়াম আদায় হয় আটত্রিশ লক্ষ ছয়চল্লিশ হাজার সাতশত টাকা (৩৮,৪৬,৭০০/) টাকা। ৩৯৪ জন সদস্য ফেরত গ্রহন করেন। ফেরত প্রদান করা হয় বার লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতশত টাকা (১২,২৯,৭০০/-)। এই তিন মাসে কোন মৃত্যু বীমাদাবী প্রদান করা হয়নি।

চাটগাঁর আমেনা আর নওগাঁর শিউলীঃ দুই প্রান্তে সফল দুই নারী

মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনে সফলতা পেয়েছে পটিয়ার আমেনা বেগম। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা অন্তর্গত কেলিশহর ইউনিয়নের ছাত্তারপেটুয়া গ্রামের আমেনা বেগম একজন গৃহিনী। স্বামী বাচা মিয়া মূলত একজন কৃষক। চাষাবাদ ও কৃষিকাজ করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করে। তার অবস্থান অনেকটা দরিদ্র কৃষকের পর্যায়ে পড়ে। প্রায় দুইবছর আগে এই দরিদ্র কৃষক কিছু টাকা জমিয়ে একটি ছাগী ক্রয় করেন। ছাগল পালন করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন যেমন- ঠিকমত চিকিৎসাসেবা না পাওয়া, যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে বিভিন্ন রোগ বালাই, ছাগল বা বাচ্চা মরে যাওয়া, ছাগলের সঠিক খাদ্য উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা ইত্যাদি। এই সকল সমস্যার কারনে তিনি এক পর্যায়ে ছাগল পালনে নিরুৎসাহিত হয়ে উঠেন। যার কারণে তিনি দুইটি ছাগল বিক্রি করে দিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচেন। ঘাসফুল পটিয়া এলাকার কেলিশহরে প্রায় দীর্ঘ পাঁচবছর ঋণ কার্যক্রম এবং সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই সমন্বিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঘাসফুল পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় অত্র এলাকায় সংস্থার কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিটের অধীনে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের মাঝে আধুনিক পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বিনামূল্যে ছাগল বিতরণসহ বিভিন্ন কৃষি সম্পর্কিত কারিগরি সহায়তা প্রদানের মহতি উদ্যোগ হাতে নেয়। তারই ধারাবাহিকতায় গত মার্চ'২০১৪ তারিখে আমেনার পাশের বাড়ীর ঘাসফুলের হতদরিদ্র গ্রাহক হোসনে আরা বেগমকে বিনামূল্যে দুইটি ছাগলসহ ছাগলের একটি মাঁচা প্রদান করা হয়। এবং ছাগল পালন সম্পর্কীত প্রশিক্ষণ, টিকা, কৃমিনাশক ঔষুধ ও পর্যাপ্ত সেবা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংস্থার বিশেষজ্ঞ ডিভিএম ডাক্তার কর্তৃক রুটিন মাফিক পর্যবেক্ষন অব্যাহত রাখেন এবং গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী যে কোন প্রয়োজনে সংস্থার সংশ্লিষ্ট ডাক্তার চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এই কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমেনা বেগম গ্রাহক হোসনে আরা বেগম থেকে যাবতীয় সফলতার কথা শুনে। এবং তার অতীতের ভুল শুধরে নিয়ে পুনরায় ছাগল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। আমেনা বেগম সংস্থার এই কর্মসূচীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পরামর্শে নিজ উদ্যোগে একটি ছাগলের মাঁচা তৈরী করে সেখানে পুনরায় ছাগল পালন শুরু করে। তার এই মাঁচায় বর্তমানে পাঁচটি ছাগল পালন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ঘাসফুল এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমেনাকে উৎসাহ দিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষন প্রদান ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছেন। সরজমিনে এলাকায় ঘুরে দেখা যায়, আধুনিক পদ্ধতিতে মাঁচায় ছাগল পালন কর্মসুচি বাস্তবায়নে অত্র এলাকার দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনমনে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এখানকার অনেকেই এখন মাঁচায় ছাগল পালনের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছে। আশার কথা ইতিমধ্যে আশেপাশে কয়েকজন মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন শুরু করার উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এতে একটি বিষয় স্পস্ট বুঝা যায় মাঁচায় ছাগল পালনের প্রভাব সন্তোষজনক এবং লাভজনক।

অপরদিকে কৃষিতে সফলতা পেয়েছে নওগাঁর শিউলী। শিউলী এক সংগ্রামী গৃহবধুর নাম। নওগাঁ জেলাস্থ মহাদেবপুর উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে তার জন্ম। গ্রামের দুখী জনপদে অন্য দশজন মেয়ের মতোই বেড়ে উঠে শিউলী। ২০০৮ সালে নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার খান্দইল গ্রামের কৃষক পরিবারের ছেলে নাজমুলের সাথে মাত্র বিশ বয়সে বিয়ে হয় তার। ভিটেবাড়ী ছাড়াও স্বামী নাজমুলের একবিঘা চাষযোগ্য জমি আছে কিন্তু নগদ টাকার অভাবে চাষ করতে পারতেন না। নিজেরা খাওয়ার জন্য যা দরকার সে পরিমান ধানচাষ করতেন আর পাশাপাশি অন্যের জমিতে কাজ করে যে পরিমান টাকা আয় হতো- তা দিয়ে মোটামুটি জীবন চলে যাচ্ছিল। দুটি সন্তান থাকায় পরিবারের খরচ আগের তুলনায় বেড়ে দ্বিগুণ হল। এখন আর এই অল্প চাষে জীবন চলে না। উপায় না দেখে গ্রামের মহাজন থেকে চড়া সুদে দশহাজার টাকা নিয়ে পূর্বের তুলনায় বেশী জমিতে চাষাবাদ শুরু করেন এবং পর্যায়ক্রমে ভাল ফলনও উঠে। কিন্তু মহাজনের টাকা সুদ অত্যন্ত বেশী হওয়ায় তা পরিশোধ করে তেমন কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। অবশেষে শিউলী প্রতিসপ্তাহে মাত্র বিশ টাকা করে দুইশত টাকা সঞ্চয়ের বিনিময়ে ২০১৩ সালের ৩০ জানুয়ারীতে ঘাসফুল থেকে প্রথম পনের হাজার টাকা কৃষিঋণ গ্রহন করে। শিউলী এবং তার স্বামী দুইজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চাষাবাদ আরো ব্যাপক আকার লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, এধরণের কৃষিঋণে কৃষিতে ফসল উঠলেই তা বিক্রি করে কিস্তি জমা দিয়ে অন্য চাষের জন্য পুনরায় ঋণ নেয়া যায়। তারই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল এর কৃষিঋণ থেকে শিউলী যথাক্রমে ২য়দফায় বিশহাজার, ৩য় দফায় আঠার হাজার টাকাসহ ২০১৩ সালে মোট তিপান্ন হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করে। এখন তারা বর্ষা মৌসুমের ইরি ধান চাষ করছেন। ঘাসফুলের উপকারভোগী সদস্য শিউলী সঠিক সময়ে কিস্তি পরিশোধ করে থাকে, সুতরাং যে কোন সময় ঋণ গ্রহণে তার কখনও কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি। শিউলী দম্পতির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে তাদের পরিবারে অনেক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। যেমন- নিজে ধান ব্যবহার করার পর ও সে প্রচুর পরিমান ধান বিক্রি করতে পারেন - যা থেকে ভাল লাভ হয়। এখন তার স্বামী নাজমুল চাষাবাদের পাশাপাশি গরুর ব্যবসা ও গাভী পালন শুরু করে। সম্প্রতি শিউলী নিজের জমি ছাড়া ও আরো দুইবিঘা জমি ইজারা নিয়ে চাষাবাদ বাড়িয়েছে। কিছু চাষাবাদের জমিও কিনেছে। তার মেয়ে খিরশীল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। আগে তার বাড়ী-ঘর বেড়ার ছিল এখন সেমি পাকা, বেশকিছু আসবাবপত্রও ক্রয় করেছে শিউলী। ঘাসফুল সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন. ঘাসফুল শিখিয়েছে কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। তিনি মনে করেন, ঘাসফুলের সহজ শর্তে সরল সার্ভিসচার্জে আর্থিক সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তার কারণে এতদুর আসা সম্ভব হয়েছে। গ্রামে শিউলী এখন অন্যান্য নারীদের কাছে স্বাবলম্বী নারীর মডেল হিসেবে সামাজিক সম্মান লাভ করেছে।

- মোঃ সেলিম (প্রোগ্রাম ম্যানেজার-কৃষি) ও দেওয়ান ইয়ামিন হোসেন (শাখা ব্যবস্থাপক)

অতিথি কলাম (মতামত লেখকের নিজস্ব)

গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন গাভীর যত্ন

- ডাঃ মেরী চৌধুরী (ডি.ভি.এম)

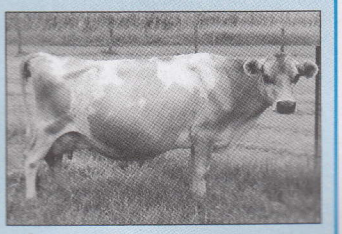

দুগ্ধ খামারের মূল অর্থনীতি গাভীর দুধ উৎপাদন ও নবজাত বাছুরের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। দুধ ও সুস্থ সবল বাছুরের জন্য গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালীন অবস্থায় গাভীর বিশেষ যত্ন নেয়া জরুরী। আমাদের দেশে বার্ষিক দুধের চাহিদা ১২.৬৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন আর উৎপাদিত হচ্ছে মাত্র ২.২৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশে দুধের এ ঘাটতি পূরণ এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজন আরো বেশী দুগ্ধ খামার স্থাপন। একদম ক্ষুদ্র পরিসরে নিজ বাড়িতে মাত্র ১টি গাভী দিয়ে যেমন খামারের শুরু করা সম্ভব আবার অধিক পুজি বিনিয়োগ করে একাধিক গাভী নিয়ে বড় পরিসরেও খামার করা সম্ভব। গর্ভবতী গাভীর দুধ উৎপাদনসমূহ দুধের মাধ্যমে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই গর্ভাবস্থার শেষে ২-৩ মাস গাভীকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে গর্ভবতী গাভীকে পাল থেকে সরিয়ে পৃথক পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এক সাথে পালনে মেঝেতে পিছলে পড়ে বা ঠাসাঠাসি করে ঘরের দরজা দিয়ে বের হওয়ার সময় গর্ভবতী গাভীর মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ের তিন মাস ফিটাস অতি দ্রুত বাড়ে। এই সময় গাভীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং বাছুরের স্বাভাবিক বাড়ন অক্ষুন্ন রাখার জন্য অতিরিক্ত খাদ্য ও বিশেষ যত্ন প্রয়োজন হয়। প্রসবকালীন প্রথমে বাচ্চার সামনের দু'পা এবং নাক বের হয়ে আসে। সেক্ষেত্রে গাভীকে স্বাভাবিক প্রসবের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া প্রয়োজন। বাচ্চা প্রসবের পর অল্প গরম পানিতে ০.১১% পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে গাভীর যৌনঅঙ্গ, লেহের পশ্চাদ অংশ ও লেজ ভালভাবে পরিষ্কার করতে হয়। গাভীকে ঈষৎ গরম পানিতে ভূষি মিশিয়ে খাওয়ানো ভাল, এছাড়া কিছু সবুজ ঘাসও খাওয়াতে হবে। বাচ্চা প্রসবের ২-৪ ঘন্টার মধ্যে ফুল পড়ে যাবার কথা। কিন্তু প্রসবের ৮-১২ ঘন্টার মধ্যেও যদি ফুল না পড়ে তবে পশু চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

সুস্থতার জন্য, সচেতনতার অঙ্গীকারে চট্টগ্রামে বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস পালন

"মশা-মাছি দুরে রাখিঃ রোগ-বালাই মুক্ত থাকি" এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে গত ৭ এপ্রিল ২০১৪ চট্টগ্রামে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচিতে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল, ইপসা, টিআইবি, মমতা, নিষ্কৃতি, ইমেজ, ব্র্যাক, ইউআরসি, ওয়ার্ল্ড ভিশন, এফডিএসআর, আশার আলো সোসাইটি, আইপাস ও সচেতন নাগরিক কমিটি 'সনাক'। এই উপলক্ষ্যে সকাল ৯টায় জামালখান প্রেস ক্লাবের সম্মুখে চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ সরফরাজ খান চৌধুরী বেলুন উড়িয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী উদ্বোধন করেন। র‍্যালীটি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এসে শেষ হয় এবং কার্যালয়ের মিলনায়তনে বিশ্ব স্বাস্থ্যদিবস শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডেপুটি সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ রফিক উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার সৈয়দা সরোয়ার জাহান। মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাঃ আব্দুর রব। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন 'সনাক' এর ডাঃ কিউ এম অহিদুল আলম, ইপসার টিম লিডার খালেদা বেগম, মমতার পরিচালক (সমন্বয়) স্বপ্না তালুকদার ও আরো অনেকেই।

আইক্যাম্প অনুষ্ঠিত

>> বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় >> চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন। তাছাড়া সংস্থার নিয়ামতপুর শাখায় সপ্তাহে দুই দিন চক্ষু চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রয়েছে। এক নজরে আই ক্যাম্পে সেবা গ্রহনকারির সংখ্যা নিম্নরূপ :

কর্মএলাকা	আউটডোরে রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	২৯৮	৫১	২৮
সাপাহার	৫৭৭	৬১	৩৯
মোট	৮৭৫	১১২	৬৭

সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

>> ১ম পৃষ্ঠার পর >> (সিনিয়র টেরিটোরি কো-অর্ডিনেটর) উপস্থিত ছিলেন। সমঝোতা চুক্তিনামায় ঘাসফুল এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন, সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী এবং সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন, কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও জনাব এ.এম. হামীম রহমতুল্লাহ। এই চুক্তির আওতায় ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের উপকারভোগীগণ তাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করার লক্ষ্যে বাজার মূল্য হতে হ্রাসকৃত মূল্যে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড এর পণ্য 'সেলাই মেশিন' ক্রয় করতে পারবে। এক্ষেত্রে সেলাই মেশিন ক্রয়ে ঘাসফুল উপকারভোগীদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করবে। উক্ত কার্যক্রম স্বচ্ছ এবং সফলভাবে পরিচালনা এবং উপকারভোগী-বান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে ঘাসফুল কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ঘাসফুল সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রশিক্ষিত ও মনোনীত প্রশিক্ষক দ্বারা উপকারভোগীদের চাহিদা ও সুবিধানুযায়ী সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সদস্যদের চাহিদা থাকলে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড এর দ্বারা গ্রাহক ওরিন্টেশনের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে। যে সকল সদস্য ঋণ গ্রহণের জন্য অপেক্ষামান রয়েছেন এবং নিকট ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধ করবেন এবং তাদের মধ্যে যারা পরবর্তী ঋণ প্রস্তাবে সেলাই মেশিন ক্রয় করতে ইচ্ছুক, সে সকল সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করেন। একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তি কিন্তু যাদের আইজিএ ভিন্ন অথবা খানা ভিন্ন তাদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে সেলাই মেশিন ঋণ প্রদান করা। কর্মএলাকায় পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী ব্যক্তি যারা ঘাসফুলের সদস্য নয় কিন্তু সদস্য হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে, তাদেরকেও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে সেলাই মেশিন ঋণ প্রদান করা। ঘাসফুল সদস্য অথবা কর্মএলাকার আগ্রহী ব্যক্তি যিনি সেলাই প্রকল্প/কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে একাধিক পরিমান সেলাই মেশিন ক্রয় করতে আগ্রহী তাদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে সেলাই মেশিন ঋণ প্রদান করা। কোন সদস্যের ঋণের অর্থ হতে সেলাই মেশিন বাবদ অর্থ কর্তন করা যাবে না। ঋণ প্রদানের পর সদস্য নগদ মূল্য পরিশোধ করে পণ্য ক্রয় / গ্রহণ করবেন।

বিশ্ব শিশুশ্রম নিরসন দিবস উদযাপন

>> ১ম পৃষ্ঠার পর >> চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, জনাব আলহাজ্ব এম মনজুর আলম। উদ্বোধন শেষে অতিথিবৃন্দসহ শ্রমজীবী শিশুদের সাথে নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বাওয়া স্কুলের সম্মুখ থেকে শুরু হয়ে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এসে শেষ হয়। পরবর্তীতে শ্রমজীবী শিশুদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাংকন, সুন্দর হাতের লেখা, বক্তৃতা এবং যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিকে সকাল ১১টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে "সামাজিক নিরাপত্তার প্রসার ঘটান, শিশুশ্রম নিরসন করুন" বিষয়ের উপর এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে চট্টগ্রামে যেসব বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে তাদের কার্যক্রমের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল পরিবেশনা উপস্থাপন করেন ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিরাজুল ইসলাম। তথ্যভিত্তিক ডিজিটাল পরিবেশনা উপস্থাপন শেষে উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেন, চট্টগ্রামে শিশুশ্রম নিরসনে উদ্যোগ এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য সবার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন করা প্রয়োজন। এবারের বাজেটে শিশুদের জন্য শিশু-সুরক্ষায় সু-নির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখাও জরুরী মনে করেন। বক্তারা বলেন, শিশুশ্রম নিরসনে যে আইন পাশ হয়েছে তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। এতে প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়- চট্টগ্রাম এর উপ-মহাপরিদর্শক মোঃ জাকির হোসেন। প্যানেল আলোচক হিসেবে ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ ওবায়দুল করিম, বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন শ্যামল, সু-পরিচিত লেখিকা ও সাহিত্যিক জেসমিন খান, সাংবাদিক বেলায়েত হোসেন, দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ এর সিটি এডিটর এম. নাছিরুল হক, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর মো: গিয়াস উদ্দিন, কাউন্সিলর শাহব উদ্দিন আরজু, মুক্তিযুদ্ধা সোহরাব হোসেন, ওয়ার্ল্ডভিশন প্রতিনিধি ডাঃ স্যামুয়েল প্রানতোষ সাংমা, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মোঃ আরমান, আইনবিদ এড. ফয়েজ আহমদ, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা 'নোঙর' প্রতিনিধি এস.এম জামাল উদ্দিন রানা, 'মমতা' এর প্রতিনিধি স্বপ্না তালুকদার, 'মাইশা' এর প্রতিনিধি ইয়াছিন মনজু, 'ইলমা' এর প্রতিনিধি জেসমিন সুলতানা পারু, চট্টগ্রাম অটো টেম্পু মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক, আনজুমান বানু লিমাসহ আরো অনেকেই। সবশেষে বিকাল ৪টায় একাডেমী মিলনায়তনে কর্মজীবী শিশুদের পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ব শিশুশ্রম নিরসন দিবস উদযাপন পরিষদ চট্টগ্রাম এর আহবায়ক ও ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ ইলিয়াছ, আবুল খায়ের গ্রুপ এর এক্সিকিউটিভ ডিরেকটর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) শহীদউল্লাহ চৌধুরী এনডিসি, উপস্থিত ছিলেন- দিবস উদ্‌যাপন পরিষদের আহ্বায়ক এবং উৎসের নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা কামাল যাত্রা।

ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের উন্নয়নে অটো টেম্পো শ্রমিক ইউনিয়নের মালিক সমিতির সাথে মতবিনিময় সভা

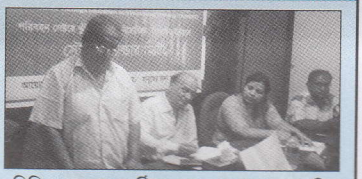

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) সহযোগিতায় ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলা অটো টেম্পো ও অটো রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে গত ৮ মে ২০১৪ইং তারিখে পরিবহন সেক্টরে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের উন্নয়নে চট্টগ্রাম অটো টেম্পো ও অটো রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের মালিক সমিতি সদস্যগণসহ বিভিন্ন স্টেক-হোল্ডারের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম জেলা অটো টেম্পো ও অটো রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিরাজুল ইসলামের উপস্থাপনায় উক্ত মতবিনিময় সভায় বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ড.মনজুর উল আমিন চৌধুরী প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, 'দিন দিন চট্টগ্রামে বেড়েই চলেছে পরিবহন সেক্টরে শিশুর ব্যবহার'। তিনি জানান, ২০১৩ সালে ১২জুন প্রকাশিত চট্টগ্রামে টেম্পো পরিবহনে নিয়োজিত ১০০জন শিশুর উপর পরিচালিত জরিপ এর ভিত্তিতে The Working Children in Transport (Tempo) Sector in Chittagong Metropolitan City: A Sociological Profile এর তথ্য অনুসারে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ২১জন (যাদের বয়স ১৮ বৎসরের নীচে) টেম্পো হেলপারের পাশাপাশি ড্রাইভিং-লাইসেন্স বিহীন গাড়ীর চালকের আসনে বসছে, গাড়ী চালাচ্ছে, যেটা খুবই ভয়াবহ চিত্র। বক্তারা মনে করেন, অভিভাবকদের দারিদ্রতার কারণে বাধ্য হয়ে এসব শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের সাথে যুক্ত হচ্ছে। শিশুশ্রম নিরসনে এবং কার্যকর প্রতিরোধে এসব শিশুদের উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে কাজ করতে হবে। মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রাম জেলা অটো টেম্পো ও অটো রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, যুগ্ম-সম্পাদক দিলীপ সরকার, মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন, ঘাসফুল সামাজিক উন্নয়ন বিভাগের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্প সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশিদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ আরিফ উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুলে ইন্টার্ণশীপ সম্পন্ন করেছে দুই বিদেশী শিক্ষার্থী

>> শেষ পৃষ্ঠার পর >> মিঃ লাকী ঘাসফুল এর গ্রীণ মাইক্রোফিন্যান্সিং এবং বাংলাদেশে এমএফআইগুলোর উপর রাষ্ট্রিয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এমআরএ এর কার্যক্রম নিয়ে গবেষণালব্দ নিবন্ধ তৈরী করেছেন। তিনি ইন্দোনেশিয়ায় ২০০১ সাল থেকে মাইক্রোফিন্যান্স সেক্টরে বিভিন্ন পদে কাজ করে যাচ্ছেন। লাকীর পিতা ইন্দোনেশিয়ার একজন বিমান প্রকৌশলী। অপর শিক্ষার্থী মিস. মারিনা, 'ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন' বিষয়ে গবেষণালব্দ নিবন্ধ তৈরী করেছেন। মারিনা আঠার বৎসর বয়সে তার স্বদেশ মলদোভা থেকে লন্ডনে পাড়ি দেন পড়াশোনা করার লক্ষ্যে। লন্ডনে পড়াশোনা শেষ করে তিনি বেলজিয়ামে এসে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করছেন এবং তার অংশ হিসেবে ঘাসফুলে এসেছেন ইন্টার্ণশীপ সম্পন্ন করতে। মারিনার পিতা মলদোভার সরকারী পর্যায়ে কর্মরত একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং মাতা একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী বিদেশী শিক্ষার্থী দু'জনের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করে ঘাসফুল-এ তাদের ইন্টার্ণশীপ সম্পন্ন করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

চট্টগ্রাম ও নওগাঁয় তিনটি বায়োগ্যাস গ্রাহক ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত

ইডকল এর সহযোগিতায় ঘাসফুল নবায়নযোগ্য জ্বালানী কর্মসূচীর অধীনে গত ২১ ও ২২ এপ্রিল '২০১৪ তারিখে চট্টগ্রামের পটিয়াস্থ ঘাসফুল কালারপোল শাখায় এবং ২১ মে' ২০১৪ তারিখে নওগাঁ জেলার ঘাসফুল সতিহাট শাখায় মোট তিনটি বায়োগ্যাস গ্রাহক ওরিয়েন্টেশন সভা সম্পন্ন করা হয়। বায়োগ্যাস গ্রাহক ওরিয়েন্টেশন সভাগুলো সকাল ১০:০০ টা থেকে শুরু হয়ে ১২:০০ টা পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে। সকল সভায় প্রধান অতিথি ও সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইডকলের রিউনিউবেল অ্যানার্জি বিভাগের প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী জনাব মো: শহীদুল আলম। কালারপোলের দুটি সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার বায়োগ্যাস প্রোগ্রামের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ সেলিম এবং সভার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অত্র শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মো: নাজিম উদ্দিন ও বায়োগ্যাস কর্মসূচীর কর্মীবৃন্দ। সতিহাটের সভায় সভাপতিত্ব করেন নওগাঁ অঞ্চলের সহকারী পরিচালক জনাব শামসুল হক এবং সভার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অত্র শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মো: শাহিন, জুনিয়র এরিয়া ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন ও বায়োগ্যাস কর্মসূচীর কর্মীবৃন্দ। গ্রাহক ওরিয়েন্টেশনের উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রাহদের সমস্যা জানা ও সন্তুষ্টি যাচাই । এই সভায় গ্রাহকদের বায়োগ্যাস প্লান্টের কারিগরি সমস্যা , ত্রুটি সমূহ, প্লান্টের সঠিক ব্যবহার, পর্যাপ্ত গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে কিনা, না হলে করনীয় কি হবে, সহযোগী সংস্থার ভূমিকা, চুক্তি অনুয়ায়ী কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রত্যেক গ্রাহকের সাথে সরাসরি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১৩, সংখ্যা ২, এপ্রিল-জুন ২০১৪

সম্পাদকীয়

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসঃ নিরাপদ জাতি বিনির্মাণে সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

২৮ মে ২০১৪ পালিত হলো নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস। গর্ভধারণ পরবর্তী সময় ও সন্তান প্রসবকালে মায়ের মৃত্যুরোধে সভ্যতার দাবী নিয়ে বিশেষ তাগিদ দিতে এবং সচেতনতা তৈরীতে এই দিবসটি প্রতিবছর পালন করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অধীনস্থ দপ্তরগুলো, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করে থাকে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, "প্রসূতি মায়ের যত্ন নিন, মাতৃমৃত্যু রোধ করুন"। বস্তুতঃ আমাদের প্রত্যেকটা দিনকে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস হিসেবে গণ্য করে কাজ করতে হবে। মানব সম্প্রদায়ের এই মহামূল্যবান ধারাকে অক্ষুন্ন এবং নিরাপদ রাখা মানুষের প্রথম নৈতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। সুতরাং মাতৃত্বকে নিরাপদ রাখতে, মানব সম্প্রদায়ের অগ্রধারাকে অক্ষয় ও সবল রাখতে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ঘোষণা নিরাপদ জাতি বিনির্মাণে সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেব গণ্য করা যায়। নিরাপদ মাতৃত্ব যখন এদেশে একটি মূল্যহীন বিষয়বস্তু হয়ে সকলের অগোচরে পড়ে ছিল, তখন থেকেই বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা "ঘাসফুল" এর মাধ্যমে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ চট্টগ্রামে বস্তিতে বস্তিতে কাজ শুরু করেন নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণে। তিনি ১৯৮৩ সালে এলাকায় এলাকায় গঠন করেন 'মাদার ক্লাব'। এই ক্লাবের মাধ্যমে তিনি প্রশিক্ষিত কর্মী দিয়ে মায়েদের ছোট পরিবার গঠন, প্রসূতিকালীন সচেতনতা, নবজাতকের পরিচর্চা, পরামর্শ এবং তাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দিতেন। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে তিনি ৭০ জন প্রশিক্ষিত ধাত্রী নিয়ে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণে আরো নিবিড়ভাবে কাজ শুরু করেন। তৃণমুল জনগোষ্টির গর্ভবতী মায়েদের কাছে এসব প্রশিক্ষিত ধাত্রীরা নিয়মিত পরামর্শ ও প্রসবকালীন সেবা এমনকি প্রসব পরবর্তী মায়ের স্বাস্থ্যরক্ষাসহ এমবিবিএস ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে প্রসূতি মা ও নবজাতকের সু-চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের দেশে স্থানীয় ধাত্রী দিয়ে বাচ্চা ডেলিভারী দীর্ঘদিনের প্রথাগত ব্যবস্থাকে সর্বপ্রথম ঘাসফুল একটি প্রাতিষ্ঠানিক সেবায় পরিণত করে তুলেন। এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধাত্রীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে এবিষয়ে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবেও গড়ে তুলেন। যা তৃণমুল পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্টির প্রসূতি মায়েদের নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পাশাপাশি এসব প্রশিক্ষিত ধাত্রীরা সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে স্বীকৃতিসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভেও সমর্থ হয়। এপর্যন্ত ধাত্রীরা স্বল্পআয়ের জনগোষ্টি এবং তৃণমুল মানুষের অগনিত হাজার হাজার শিশুর নিরাপদ প্রসবে কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে, যা নিঃসন্দেহে ঘাসফুলের জন্য এক গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়। বর্তমানে প্রযুক্তির প্রসার এবং স্বাস্থ্যসেবা দানকারী সরকারী-বেসরকারী ক্লিনিক ও হাসপাতাল বৃদ্ধি পাওয়াতে ঘাসফুল ধাত্রী কর্মসূচী সংকুচিত করে ১০জন ধাত্রী দিয়ে এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। দেশে নিরাপদ মাতৃত্বের ক্ষেত্রে আগের চেয়ে অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের তুলনায় আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। আমাদের আরো বেশী সমন্বিত এবং কার্যকর প্রক্রিয়ায় এগোতে হবে। আমাদেরকে মোট ০৩টি পর্যায়ে ভাগ করে কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। প্রথমতঃ মায়ের গর্ভকালীন সেবা, প্রসবকালীন সেবা এবং প্রসব পরবর্তী সেবা। ঘাসফুল নিরাপদ মাতৃত্ব সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা পুরণে একটি সক্রিয় এবং সফল অংশীদার।

বৈকালিক পাঠদানকেন্দ্র ঃ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে একটি অভিনব মডেল

বাংলাদেশে নাগরিক মৌলিক চাহিদা; শিক্ষার ব্যাপক প্রসার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণও সমান গুরুত্ব বহণ করে। শিক্ষার গুণগত মান উৎকর্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর পাঠদান, উন্নত যুগ-উপযোগী শিক্ষাসূচীর যেমন প্রয়োজন তেমনি এই সকল কর্মকাণ্ড সফল করার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক পর্যায়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দেয়া পাঠ্য যদি বাসায় যথার্থভাবে চর্চা করা না হয় তাহলে কোনভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। অপরদিকে একথা অস্বীকার করারও কোন উপায় নেই যে, আমাদের দেশে এখনও অধিকাংশ অভিভাবক তাদের সন্তানদের পড়ালেখার প্রতি অসচেতন কিংবা উদাসীন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীর তুলনায় অপ্রতুল শিক্ষকের কারণেও শিক্ষার গুণগত মান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এধরণের অনেকগুলো কারণ এবং বাস্তবতার ফলে আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান রক্ষা করা যাচ্ছে না। এসকল স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ফেরত পাঠচর্চা নিশ্চিতকরণে দেশে কর্মরত এনজিও, সামাজিক উদ্যোক্তা, সামাজিক ক্লাব কিংবা কোন বিত্তশালী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে যদি বাড়ীতে-বাড়ীতে, মহল্লায়-মহল্লায় বৈকালিক পাঠদানকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তাহলে গ্রামীণ পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব। এতে করে স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার কমে আসবে, স্কুলে ভাল ফলাফলে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির পাশাপাশি লেখাপড়ায় উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। শুধুমাত্র শিশুশ্রেণী কিংবা প্রাইমারী পর্যন্ত নয়, পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়েও যদি এলাকায়-এলাকায় বৈকালিক পাঠদানকেন্দ্র কার্যক্রম চালু করা যায় তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় আমাদের দেশে শিক্ষার গুণগত মান-উন্নয়নে এক অভুতপূর্ব পরিবর্তন সম্ভব হবে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে ঘাসফুল চট্টগ্রামের হাটহাজারীস্থ মেখল ইউনিয়নে "সমৃদ্ধি" কর্মসূচীর অধীনে এরকম ২৪টি বৈকালিক পাঠদানকেন্দ্র চালু করেছে। প্রশিক্ষিত শিক্ষিকাগণ স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের বসার-ঘর কিংবা বারান্দায় এসব বৈকালিক পাঠদানকেন্দ্র এর স্থান নির্ধারণ করা হয়।

কৃষিজমি সংরক্ষণে প্রয়োজন পরিকল্পিত বসতি

বাংলাদেশে আশংকাজনক হারে কমে যাচ্ছে কৃষিজমি। অতিদ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাওয়া কৃষিজমিগুলোর অধিকাংশই নষ্ট হয় অপরিকল্পিত বসতি স্থাপনে। একসময় যেখানে ছিল বিস্তির্ণ অবারিত সবুজের সমারোহ, সেখানে গড়ে উঠছে পরিকল্পনাহীন ঘরবাড়ী। সচরাচর গ্রামে দেখা যায়, একশ্রেণীর ধনী সমাজ পুরানো ভিটেবাড়ী থেকে বের হয়ে হঠাৎ করে পার্শ্বস্থ বড় বড় শষ্যভূমি; বিলের মাঝখানে গড়ে তুলে সুবিশাল প্রাসাদ কিংবা ঘরবাড়ী। এতে করে শুধুমাত্র যতটুকু ভূমিতে বাড়ী নির্মিত হচ্ছে, ততটুকু ভূমি নষ্ট হয় না বরং তারচেয়ে আট/দশগুণ বেশী শষ্যভূমি নষ্ট হয়ে যায়। এবং ক্রমে ধীরে ধীরে পাশাপাশি আরো বসতি স্থাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একপর্যায়ে বিখ্যাত পুরানো বিলটি হয়ে উঠে নাগরিক মহল্লা বা পাড়া। এখানে উল্লেখ না করলে নয়, প্রথমে বিল/শষ্যভূমির মাঝখানটায় যে বাড়িটি হয়, তার চারপাশের জমিগুলো ক্রমশ: কৃষি অনুপযোগী এবং একসময় তা উৎপাদনহীন হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় নতুন ভিটেবাড়ীতে যেতে যে নতুন রাস্তা তৈরী হয় একসময় ওই রাস্তার দু'পাশের জমিগুলোও হয়ে উঠে কৃষি অনুপযোগী। পরবর্তীতে দেখা যায়, নতুন স্থাপিত বাড়ীর চর্তুপাশের ভূমির মালিক/কৃষকেরা জমির উৎপাদন কমে যাওয়াতে তারাও পাশাপাশি বসতি গড়ে তুলতে বা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। মোটাদাগে বিচার করলে দেখা যায়, এধরণের পুরানো ভিটেবাড়ী ছেড়ে নতুন জায়গায় বসতি স্থাপনের কারণগুলোর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে অসচেতনতা, বিলাসিতা, পুরানো ভিটেবাড়ীতে ভূমি-বিরোধ, গোষ্ঠি- বিরোধ, প্রতিবেশীদের পরস্পর জীবনযাপনে অসমতা, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন আরো বেশী দায়ী। অপরিকল্পিত বাড়ী নির্মাণে শুধু উৎপাদনশীল কৃষিজমিই নষ্ট হয় না, তার রয়েছে আরো ব্যাপক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। নতুন নতুন সৃষ্ট হওয়া পাড়া-মহল্লার জন্য প্রয়োজন হয় নতুন সংযোগ রাস্তা নির্মাণ, নতুন বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন, নতুন দোকানপাঠ-বাজার, হাসপাতাল, মসজিদ-মন্দির প্রতিষ্ঠাসহ ব্যয়-পরিধি বাড়াতে হয় রাষ্ট্রীয় নাগরিক সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও জনবল। অনেক সময় দেখা যায় ব্যক্তিগত যোগাযোগের সুবিধার্থে আন্ত:জেলা ও বিভাগীয় হাইওয়ে বা গ্রামীণ সড়কগুলোর পাশে আবাদি জমিগুলোতেও গড়ে উঠে অপরিকল্পিত বসতি, ইটভাটা, সুপারমার্কেটসহ নানাধরণের স্থাপনা। এতে করে রাস্তার পাশে পানি নিষ্কাশন বাধাগ্রস্থ হওয়াতে মহাসড়কগুলোতে খানাখন্দ সৃষ্টি হয়, ফলে দুরপাল্লার যাতায়াতে নানা দুর্ঘটনা, যাত্রী ভোগান্তি যেমন হয় তেমনি ব্যাপক হারে বেড়ে যায় সড়ক মেরামত ব্যয়। অন্যদিকে এধরণের বসতি ও স্থাপনার ফলে রাস্তার ধারে লোকজনের ভিড়, ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা পারাপার, সড়ক ব্যবস্থাপনায় আনে বিপর্যয়। শুধু রাস্তার ধারে কিংবা সমতলে নয় ইদানিং বেড়ে গেছে পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন। পাহাড়-বনভূমি-জঙ্গল-বৃক্ষরাজি ধ্বংসের ফলে আরো অনিবার্য হয়ে উঠেছে এতদাঞ্চলের পরিবেশ বিপর্যয় এবং বন্যা, ঝড় ও ভূমিকম্প প্রবণতা। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে জলবায়ু উদবাস্তু। আমরা সকলেই জানি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত বসতির কারণে মাথাপিছু জমির পরিমাণ দিন দিনই কমছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নগরায়ণ প্রবণতা। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন শিল্প স্থাপন, রাস্তা, হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হচ্ছে। এসব কারণে বাংলাদেশে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণে কৃষিজমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। এঅবস্থা চলতে থাকলে খাদ্য উৎপাদনে নিশ্চিত মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। ব্যক্তিগত কৃষিজমিতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া বাড়ি নির্মাণ, শিল্প ও ইটখোলা স্থাপন নিষিদ্ধ করার বিধান রেখে কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন নামে একটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। কৃষিজমি নষ্ট করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোনো বসতবাড়ি, শিল্পকারখানা, ইটখোলা বা অন্য কোনো অকৃষি স্থাপনা করা যাবে না। দেশের নদী, খাল, হাওর-বাঁওড়-বিলসহ কোনো জলাভূমি ভরাট করা যাবে না। এগুলো মৎস্য এলাকা হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। বস্তুত: কৃষিজমি সংরক্ষণে যে কোন সচেতন নাগরিকের দ্বিমত থাকার কথা নয়। এমনিতে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক বিলম্বিত হয়েছে। আরো অনেক আগেই কৃষিজমি সংরক্ষণ করা দরকার ছিল। তবে আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, স্বভাবতই সাধারণ মানুষ তার নিজ কৃষিজমিতে ইচ্ছা মতো স্থাপনা করতে পারবে না, এটা মেনে নিতে কষ্ট হবে। অনেক সময় দেখা যায় আইন করে সকল সমস্যার সমাধান হয় না এবং এটা সম্ভবও নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রত্যেক সচেতন নাগরিক, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, জনপ্রতিনিধিসহ সকলের যার যার অবস্থান থেকে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য উপযোগী আবাসনেরও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বহুতল আবাসন ব্যবস্থা করার জন্য সরকারকে সহজ শর্তে ঋণ দিতে হবে। শহরের মানুষ বাসস্থানের জন্য ঋণ পেলে গ্রামের মানুষও পেতে পারে। গ্রামের মানুষের জন্য আবাসন নির্মাণে বেরকারী বাণিজ্যিক গৃহায়ন কোম্পানীগুলো বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তবে কোম্পানীগুলোকে গ্রামের মানুষের জন্য কাজ করতে উৎসাহিত করতে সরকারকে বিশেষ নীতিমালা এবং বিভিন্ন প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করাও জরুরী। সরকার কিংবা বেসরকারী গৃহায়ন কোম্পানীগুলো যৌথভাবে অথবা সরকার-গ্রামবাসীর যৌথ উদ্যোগেও গ্রামীণ আবাসন সমস্যার সহজে সমাধান করা সম্ভব। এখানে মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, শহরের ও গ্রামের মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতি এক নয়। সুতরাং জীবন-যাপন পদ্ধতি, সংস্কৃতি, আচরণ ইত্যাদি মাথায় রেখেই এই আবাসন প্রক্রিয়া ডিজাইন করা প্রয়োজন। বসতি, শিল্পায়ন, রাস্তাঘাট ও সার্বিক উন্নয়ণ সবকিছুই আমাদের দেশে প্রয়োজন। অতএব আমাদের এমনভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনা করতে হবে, যেন সেটা টেকসই হয়, বাস্তবায়নযোগ্য হয়। জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়টিও বিবেচনায় রেখে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, পদক্ষেপ গ্রহণ করে এগিয়ে যাওয়া সহজতর করা যায়। কারণ টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ না নিলে দেশ একটি বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

পটিয়ায় যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতা

>> শেষ পৃষ্ঠার পর >> এবারের এডভোকেসী সভার বিষয়বস্তু ছিল 'যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতা'। কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত এডভোকেসি সভায় উপস্থিত ছিলেন, ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ শামসুল ইসলাম, ইউপি মহিলা সদস্য ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের সদস্য, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, কাজী, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনার অফিসার, স্বাস্থ্য সহকারী, সরকারী-বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এবারের এডভোকেসী সভার বিষয়বস্তু ছিল 'যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতা'। কোলাগাঁও ইউনিয়নের এফজিডির তথ্যে পাওয়া যায় যে, অত্র ইউনিয়নে প্রায় সব বিয়েতে যৌতুক আদান প্রদান করা হয়। সভায় প্রকল্পের কোলাগাঁও ইউনিয়নের এডভোকেট আলী আকবর "যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতা" প্রতিরোধ আইন সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ শামসুল ইসলাম বলেন, 'প্রত্যেক মানুষকে সচেতন হতে হবে বিশেষ করে মহিলাদের সচেতন , শিক্ষিত এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়া জরুরী'। জুলধা ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত অপর এডভোকেসি সভায় উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, ইউপি মহিলা মেম্বারসহ অন্যান্য ওয়ার্ডের সদস্যবৃন্দ। এছাড়া স্থানীয় স্কুলশিক্ষক, ইমাম. কাজী, সরকারী-বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। একই বিষয়বস্তু নিয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত এডভোকেসী সভায় জুলধা ইউনিয়নের ইউপি সদস্য নাসির উদ্দিন বলেন, 'মেয়েদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে'। ইউপি মহিলা সদস্য জাহানারা বেগম বলেন, অভিভাবকদের সচেতন করাসহ যৌতুক নিরোধ আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে'। সভায় শিক্ষক প্রতিনিধি বলেন, 'যৌতুক প্রথা রোধ করার জন্য ধনীদের উপহার প্রথা বন্ধ করতে হবে'। জুলধা ইউনিয়নের এফজিডির তথ্যে পাওয়া যায় যে, অত্র ইউনিয়নে প্রায় সব বিয়েতে যৌতুক আদান প্রদান করা হয়েছে।

মহিলা ও দম্পতিদের নিয়ে ৬৬টি ও পুরুষদের নিয়ে ৩৩টি উঠান-বৈঠক অনুষ্ঠিত

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে গণমানুষের মাঝে ব্যাপকহারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পটিয়া উপজেলাস্থ ঘাসফুল পিএইচআর প্রকল্পের কর্ম-এলাকায় ১১টি ইউনয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে উঠানবৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসকল এলাকায় গত এপ্রিল থেকে জুন'২০১৪ পর্যন্ত তিনমাসে স্থানীয় মহিলা ও দম্পতিদের নিয়ে ৬৬টি উঠানবৈঠক এবং পুরুষদের নিয়ে চা-দোকানে ৩৩টি বৈঠকসহ মোট ৯৯টি বৈঠক সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য, কিশোর কিশোরীদের নিয়ে বৈঠক করা হয় বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং এসব বৈঠকে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধের উপর ফ্লিপ চার্টের প্রদর্শন ও প্ল্যান কর্তৃক প্রদত্ত সাপ লুডু খেলার মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা ও সচেতন করা হয়।

ইয়ুথ-গ্রুপের মাসিক সভা , জেন্ডার বিষয়ে পাঠচক্র

জেন্ডার ও পুরুষতন্ত্র বিষয়ে উপর তরুণ-তরুণীদের ধারণায়ন ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পটিয়ার হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে হুলাইন ছালেহ্ নূর ডিগ্রী কলেজে এপ্রিল থেকে জুন ২০১৪ইং পর্যন্ত প্রতিমাসে একটি করে মোট তিনটি ইয়ুথ-গ্রুপের মাসিক সভা ও পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও গত ১৬ জুন'২০১৪ পরিবার দিবস উপলক্ষে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল "সুষ্ঠু পরিবার সুষ্ঠু সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে' এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল, "পরিবারই মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করতে পারে"। এসকল আয়োজনে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করেন হুলাইন ছালেহ্ নূর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব দিদারুল আলম এবং উভয় বিষয়ে বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন উপাধ্যক্ষ শ্রীমতি ছন্দা চক্রবর্তী, প্রভাষক জনাব আব্দুল হান্নান সিকদার ও প্রভাষক জনাব সনজীব বড়ুয়া। ইয়ুথ- গ্রুপের সকল সদস্য, কলেজের সাধারন ছাত্র-ছাত্রী ও সম্মানিত শিক্ষকদের উপস্থিতিতে বির্তক প্রতিযোগিতাটি সফল ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। বির্তক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় "পরিবারই মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করতে পারে"। বির্তক বিষয়ের পক্ষে অবস্থানকারী দল বিজয়ী হয় এবং অপরদিকে বিপক্ষদলের দলনেতা শ্রেষ্ঠবক্তা হিসেবে বিবেচিত হয়। রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৪৯৭ জন সারভাইভারদের মনোসামাজিক কাউন্সিলিং সেবা প্রদান

ঘাসফুল পটিয়া উপজেলায় ১১টি ইউনিয়নে সংস্থার সোশ্যাল ওর্য়াকারগণ পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এর বাস্তবায়নে সারভাইভারদের মনোসামাজিক কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করছে। গত তিনমাসে ১১টি ইউনিয়নে মোট ৪৯৭জন সারভাইভারদের মনোসামাজিক কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়।

ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের জীবন সদস্য মনোনীত

প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী কমিটির ৬০১তম মাসিক সভায় ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণকে সন্মানিত জীবন সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। গত ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত এক পত্রের মাধ্যমে সংস্থাটির মহসচিব প্রফেসর ডঃ এ.এস.এম আতিকুর রহমান এই তথ্য প্রেরণ করেন। পরাণ রহমান দীর্ঘদিন ধরে প্রবীণদের অধিকার এবং প্রবীণ কল্যাণমুলক কর্মকান্ডে জোরালো ভুমিকা রেখে যাচ্ছেন। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রবীণদের রাষ্ট্রিয়ভাবে 'সিনিয়র সিটিজেন' ঘোষণাসহ প্রবীণদের সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে। তিনি জাতীয় প্রবীণ অধিকার ফোরামসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তিনি জাতীয় দৈনিক ও বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রবীণদের নিয়ে যুগোপযোগী লেখালেখিও করে যাচ্ছেন। প্রবীণদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের এই সংস্থায় শামসুন্নাহার রহমান পরাণকে জীবন সদস্য মনোনীত করে সন্মানিত করায় ঘাসফুল পরিবার গর্বিত এবং সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। ঘাসফুল আশা করে, প্রবীণদের যথাযথ সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরাণ রহমান আগামীতেও তার বলিষ্ট নেতৃত্বে কাজ করে যাবেন।

ঘাসফুল কৃষি ও প্রাণীসম্পদ ইউনিট সংবাদ

গত ২৪শে এপ্রিল ২০১৪ তারিখ ঘাসফুল কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিটের উদ্যোগে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পটিয়া উপজেলার ছত্তার-পেটুয়া গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়ের মাঝে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনের জন্য ৫ একর করলা ক্ষেতে ২০০টি ফেরোমন ফাঁদ প্রদান করা হয়। ফেরোমন ফাঁদ সাধারণত কুমড়া জাতীয় সবজিতে ব্যবহৃত হয়। ফেরোমন ফাঁদ বলতে প্লাষ্টিকের বৈয়াম এর ভিতর রাসায়নিক পদার্থ সমৃদ্ধি লিওরকে বোঝায়। লিওরটি বৈয়ামের ভিতরে ভরে আইলের ২.৫ মিটার ভিতর থেকে শুরু করে প্রতি ১০ মিটার অন্তর বর্গাকারে ফাঁদ স্থাপন করা হয়। লিওর এর রাসায়নিক পদার্থের আকর্ষণে প্রায় হাজার হাজার পোকা দমন সম্ভব হয়েছে। এবং ক্ষেতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমে গেছে। এই পদ্ধতি স্থানীয় কৃষকদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাছাড়াও ঘাসফুল কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিটের উদ্যোগে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পটিয়া উপজেলার কাগুজিপাড়া গ্রামের চারজন সদস্যকে মাছ চাষ প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ হলেন - ফজল কাদের, আবদুল কাদের, মো: সারোয়ার, মো: আলমগীর।

পল্লী অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি সেবায় ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্র

ঘাসফুল নিজস্ব অর্থায়নে দীর্ঘদিন ধরে হাটহাজারী সরকারহাট এলাকায় পল্লী তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্যযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্রের মোবাইল লেডি মনিকা বড়ুয়া জানান গত তিন মাসে ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্রে মোট ২২ জন শিক্ষার্থী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও ৬৬ জন ছবি তুলেন এবং ১৬ জন বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সাহায্য লাভ করে।

মাদারবাড়ী সেবক কলোনীর শিশু বিকাশে কাজ করছে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র

শিশুদের শিক্ষার পাশাপাশি মনোসামাজিক বিকাশ ও সুস্থ পরিবেশের বেড়ে উঠার লক্ষ্যে ঘাসফুল পূর্ব মাদারবাড়ী সেবক কলোনীতে নিজস্ব অর্থায়নে শিশু বিকাশ কেন্দ্র কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিশুদের পরিস্কার পরিচ্ছনতা বয়ঃসন্ধিকাল, বাল্য বিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি বিষয়ের উপর সচেতনতা, নিয়মিত জীবন দক্ষতামূলক কার্যক্রম ও অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিশুদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার উপর ধারনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও সৃজনশীল কার্যক্রম যেমন- নাচ, গান, কবিতা, সেলাই শেখানো হয়। নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়।

BOOK POST

প্রকাশনার ১৩ [illegible] ঘাসফুল বার্তা
[illegible] ২০১৪

ঘাসফুলে ইন্টার্ণশীপ সম্পন্ন করেছে দুই বিদেশী শিক্ষার্থী

গত মে' ২০১৪ থেকে বেলজিয়ামস্থ University Libre de Bruxells এর দুই কৃতি শিক্ষার্থী ইন্টার্ণশীপ সম্পন্ন করতে ঘাসফুলে যোগদান করেন। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন এবং মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে শিক্ষার্থীদ্বয় ঘাসফুলে আসেন। শিক্ষার্থী দুইজনের মধ্যে Mr. Lucky Nugroho এর গবেষণার বিষয় ছিল, The Regulation of the Central Bank or Related MRA green microfinance and its impact on micro-finance institutions. এবং Ms. Marina Zolotcov এর গবেষণার বিষয় ছিল Women Empowerment through Microfinance. ইন্দেনেশিয়ান নাগরিক মিঃ লাকী ও মলদোভা নাগরিক মিস. মারিনা তাদের ইন্টার্ণশীপ সময়ে ঘাসফুল এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বলেছেন, "আমরা পৃথিবীর যেখানে থাকি, যেভাবে থাকি ঘাসফুল এর সাথে যোগাযোগ আর এই মধুর সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে চাই"। >> বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় >>

হাটহাজারীতে রাস্তা[illegible]উন্নয়ন, স[illegible]নিটেশন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি[illegible] ব্যাপক [illegible]ছে সমৃদ্ধি কর্মসূচী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এর আওতায় হাটহাজারীস্থ মেখল ইউনিয়নে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ৩৪টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন, ২৯টি টিউবওয়েল, স্থানীয় রাস্তা-ঘাট ও খালে যোগাযোগ উন্নয়নে ১৫টি স্থানে বাঁশ/কাঠের সাঁকো এবং কালভার্ট স্থাপন করা হয়। এখনো অবকাঠামোগত উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। এসব উন্নয়নের ফলে স্থানীয় প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মতো মানুষ তাদের ক্ষেত-খামারে যাওয়া-আসা, পানীয়জল সুবিধা ও স্যানিটেশন সুবিধা ভোগ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। তাছাড়াও মেখলে ঔষধি গাছ বাসক চাষবাদ ও ভার্মি কম্পোজ সার উৎপাদনে কাজ করছে সমৃদ্ধি কৃষি ইউনিট। সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে মেখল ইউনিয়নের ৫৪ কিঃ মিঃ পাকা সড়ক, আধাপাকা রাস্তা, কাঁচা রাস্তা এবং খাস জমিতে ঔষধি গাছ বাসকচাষ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ সম্মতি পত্র প্রদান করে। ঘাসফুল ইতিমধ্যে মেখল ইউনিয়নের ৮নং এবং ৭নং ওয়ার্ডে দুইটি নার্সারী স্থাপন করে। নার্সারীগুলোতে এ পর্যন্ত >> বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় >>

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ আনোয়ারা আলম ঃ বড় হয়ে সৎ পথে থেকে দেশের সেবা করবে

গত ১৭ মে ২০১৪ শনিবার ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ক্যাম্পাসে বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগ্রাবাদ মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী আনোয়ারা আলম, বিশেষ অতিথি ছিলেন ২৭-২৯ নং ওয়ার্ডের মহিলা কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদৌস পপি, স্থানীয় শিক্ষানুরাগী আফরোজা বানু লিজা ও ঘাসফুলে ইন্টার্ণী করতে আসা বিদেশী শিক্ষার্থী লাকী নগরু। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল হোমায়রা কবীর চৌধুরী। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে শিশুদেরকে পড়ালেখার পাশাপাশি সৎ পথে চলার উপদেশ দেন। তিনি শিশুদের বলেন, বড় হয়ে সৎ পথে থেকে দেশের সেবা করবে। দেশের প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের মতো দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে। এরপর বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরন করা হয়। উল্লেখ্য বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল কোমলমতি শিশুদের উন্নত ও বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০২ সাল থেকে পশ্চিম মাদারবাড়িতে এই স্কুলটি পরিচালনা করে আসছে।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী
সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনূর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

পটিয়ায় যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতা রোধে ঘাসফুল মানবাধিকার কার্যক্রম

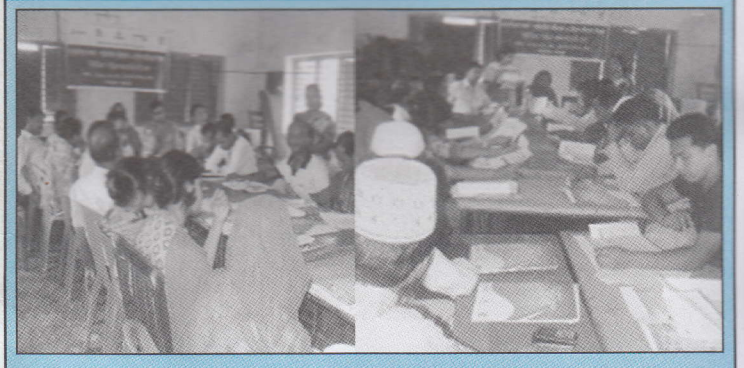

ইউএস-আইডির অর্থায়ন ও প্ল্যান বাংলাদেশের বাস্তবায়নে ঘাসফুল প্রটেক্টিং হিউম্যান রাইটস (পিএইচআর) প্রকল্পের অধীনে পটিয়া উপজেলায় ১৫ জুন ২০১৪ কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদে এবং ২১ জুন ২০১৪ জুলধা ইউনিয়ন পরিষদে দুইটি পৃথক এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। >> বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় >>

নওঁগাস্থ নিয়ামতপুর ও সাপাহার উপজেলায় তিনমাসে ছয়টি আইক্যাম্প অনুষ্ঠিত

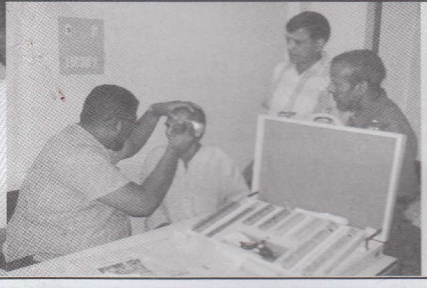

ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে গত (এপ্রিল-জুন '২০১৪) তিনমাসে নওগাঁস্থ নিয়ামতপুর, সাপাহার, উপজেলার ঘাসফুল কর্মএলাকায় ৬টি আইক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ইস্পাহানি ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত উক্ত আই ক্যাম্পে প্রত্যন্ত অঞ্চলের চক্ষু চিকিৎসা সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠি বিনামূল্যে >> বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় >>

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন : ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স : ২৮৫৮৩২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org